সংবাদ

তারিখ ... 16 FEB 2011 ...
পৃষ্ঠা ... ২৩ ... কলাম ... ১ ...

ছাত্রলীগের টেন্ডারবাজি-চাঁদাবাজি-ভর্তি বাণিজ্য কি অপ্রতিরোধ্য

গত রোববার ছাত্রলীগের হামলায় কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে অনার্স প্রথমবর্ষে ভর্তির মৌখিক পরীক্ষা আবারও পণ্ড হয়ে গেছে। 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষা পণ্ড করার সংবাদ সংগ্রহের সময় একাধিক সাংবাদিক ছাত্রলীগের ক্যাডারদের হামলার শিকার হন। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা ছাত্রলীগের হামলায় বাধা দেয়নি বা হামলাকারী কাউকে গ্রেফতার করেনি। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে এর আগে ১ ফেব্রুয়ারি অনার্স প্রথম বর্ষ ভর্তির মৌখিক পরীক্ষা ও আবেদনপত্র বিতরণের কাজ ছাত্রলীগের হামলার মুখে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

গত সোমবারের দৈনিকগুলোতে ছাত্রলীগের টেন্ডারবাজির খবরও প্রকাশিত হয়েছে। সেসব খবর থেকে জানা গেছে, গত রোববার রাজধানীর ধানমণ্ডিতে দেড় কোটি টাকার বেশি টেন্ডার জমাদানে বাধা দিয়েছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের সে টেন্ডারে ৪৯ জন ঠিকাদার দরপত্র কিনলেও জমা দিতে পেরেছে ছাত্রলীগের মনোনীত ৯ জন। অন্যদের দরপত্র জমাদানে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বাধা দেয়ার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কোন টেন্ডারবাজকে গ্রেফতার করেনি। এর আগে গত বছর সেপ্টেম্বরে টেন্ডারবাজির কারণে একবার উল্লিখিত টেন্ডার বাতিল করেছিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

ছাত্রলীগ ভর্তি বাণিজ্য, টেন্ডারবাজির মতো অপকর্ম থেকে বিরত হয়নি। তারা তাদের মতো করে এসব অপরাধ করেই যাচ্ছে। আর ছাত্রলীগের অপকর্ম রোধে সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। সব ছাত্র সংগঠনের অন্যায়-অপকর্ম কঠোরভাবে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অথচ কুষ্টিয়া বা ধানমণ্ডির ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসে ন্যূনতম বাধাও দেয়নি, কোন অপরাধীকে গ্রেফতার করা তো দূরের কথা। এ থেকে প্রশ্ন ওঠে ছাত্রলীগের অন্যায়-অপকর্ম প্রতিরোধে সরকার কতটা আন্তরিক। লক্ষণীয়, সম্প্রতি সরকারের ভেতর থেকে ছাত্রলীগের অন্যায়-অপকর্মকে সংগঠনে অনুপ্রবেশকারী শিবিরকর্মী ও দুষ্ট লোকদের কাজ বলে আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ কারা সেসব অনুপ্রবেশকারী দুষ্ট লোক তা সরকার এতদিনেও খুঁজে বের করতে পারেনি। ছাত্রলীগের সব অপকর্ম অনুপ্রবেশকারীদের হাত রয়েছে– এ কথাকে আষাঢ়ে গল্প বলেই প্রতীতি জন্মে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর নীতি সরকারের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। ছাত্রলীগের অপরাধ মার্জনা করলে সেটা যে শুধু দেশেরই ক্ষতির কারণ হবে তা নয়, মূল দল আওয়ামী লীগ এবং সরকারকেও সে জগদ্দল পাথর বয়ে বেড়াতে হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের হত্যা, রগকাটা ও হামলার ঘটনায় সরকার ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে বহু জামায়াত-শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। সেটি করাই উচিত। দেশে ধর্মের নামে হত্যা আর রগকাটার রাজনীতি সমর্থনযোগ্য নয়। আর টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ভর্তি বাণিজ্যের ছাত্র রাজনীতিও গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ সরকারের কাজ দেখে মনে হয় ছাত্রলীগের টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ভর্তি বাণিজ্যকে সরকার লঘুপাপ হিসেবে গণ্য করছে। এটা কাম্য নয়। ছাত্রলীগের অপরাধকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। তাদের অপরাধের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে অন্যান্য সংগঠনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরকারের একশনে যাওয়ার নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হবে। ছাত্রলীগের অন্যায় অপরাধ যে সর্বনাশ ঘটাবে তার কুফল জনগণের সঙ্গে সঙ্গে সরকারকেও ভোগ করতে হবে।